# বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

## BANGLADESH COMPUTER SAMITY

12th floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka 1000, Bangladesh

## ২০১০ - ২০১১ মেয়াদকালের কার্যনির্বাহী কমিটি'র ১১শ সভার কার্যবিবরণী

স্থান : বিসিএস কার্যালয়

তারিখ : শনিবার, ২৪ এপ্রিল ২০১০

সময় : দুপুর ২:০০মি.

সভাপতি : জনাব মোস্তাফা জব্বার

উপস্থিতি:

| | | |
|---|---|---|
| জনাব কাজী আশরাফুল আলম | - | সহ-সভাপতি |
| জনাব মজিবুর রহমান স্বপন | - | মহাসচিব |
| জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া (জুয়েল) | - | যুগ্ম-মহাসচিব |
| জনাব ইউসুফ আলী শামীম | - | পরিচালক |
| জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর | - | পরিচালক |

সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

১. বিগত ২৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন
২. বিগত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিচালকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ
৩. পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে
৪. আইবিপিসি'র সাথে যৌথভাবে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজনের অগ্রগতি পর্যালোচনা
৫. বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড ২০১০ এবং বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১১
৬. WCIT 2010, কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০ এবং এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং-এ অংশগ্রহণ
৭. চিফ অপারেটিং অফিসার নিয়োগ প্রসঙ্গে
৮. সমিতিতে সদস্যতা প্রসঙ্গে
৯. বিবিধ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন এবং এতে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তাবলি গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১ : বিগত ১০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

আলোচনা : সভাপতি ১০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী আজকের সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে সভাপতি পরিচালকদের মতামত জানতে চাইলে এটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে সবাই মত পেশ করেন। এতে সভাপতি উক্ত

কার্যবিবরণী অনুমোদিত বলে সভায় ঘোষণা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : বিগত ১০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : বিগত কার্যনির্বাহী কমিটি'র সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিচালকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ

আলোচনা : সভাপতি পরিচালকদের নিকট তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে সভাপতি নিজে তাঁর নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী পেশ করেন:

**সভাপতির কর্মকাণ্ড**

১০ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১০

১৩ এপ্রিল ২০১০ সভাপতি ডেফোডিল বিশ্ববদ্যালয়ের অনলাইন কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। ১৫ এপ্রিল সভাপতি মাই টিভির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৮ এপ্রিল সভাপতি জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রথম সভায় যোগ দেন। ২০ এপ্রিল সভাপতি সার্ক গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য কাঠমান্ডুর পথে বিমানে যাত্রা শুরু করে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ফিরে আসেন।

সহ-সভাপতি তাঁর কার্যবিবরণী নিম্নলিখিতভাবে পেশ করেন:

**সহ-সভাপতির কর্মকাণ্ড**

১০ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১০

১৫ এপ্রিল ২০১০ এফবিসিসিআই-এ প্রাক বাজেট সংক্রান্ত সভায়, ১৭ এপ্রিল এফবিসিসিআই-এ আসন্ন জাতীয় বাজেট ম্যাক্রো ইকোনোমি পলিসি সংক্রান্ত সভায়, ১৮ এপ্রিল বিটিআরসিতে কল সেন্টার ট্রেনিং সংক্রান্ত সভায়, ২০ এপ্রিল ফিউচার অব ই-হেল্থ ইন বাংলাদেশ এর উপর গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন । ২৫ এপ্রিল বিসিএস এর প্রাক্তন সভাপতি এবং ইন্টারন্যশনাল এ্যাফেয়ারস স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আবদুল্লাহ্ এইচ কাফী এবং মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপনকে সাথে নিয়ে তাইওয়ান ট্রেড সেন্টারের পরিচালক জনাব ওডি অং এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং 'কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০' এ বিসিএস সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

মহাসচিব তাঁর কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করেন, বিসিএস সচিবালয়ের কর্মকান্ড তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি প্রতিদিন সচিবালয়ে আসেন।

আলোচ্যসূচি-৩ : পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে

আলোচনা : সভাপতি সভায় অবহিত করেন, অদ্য বিসিএস কার্যালয়ে সকল স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবদের নিয়ে একটি সভা করেছেন। পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গে সভায় আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স স্ট্যান্ডিং কমিটি; ট্যাক্স, ভ্যাট অ্যান্ড কাস্টমস অ্যাফেয়ার্স স্ট্যান্ডিং কমিটি; সফটওয়্যার অ্যান্ড আইটি এনাবেলড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটি; ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি; বিজনেস প্রমোশন স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ফাইন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি । সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম জানান, বিগত ২২ এপ্রিল ২০১০ তারিখ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাপতি অন্য স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো দ্রুত পূর্ণাঙ্গভাবে গঠনে পরিচালকদের সহযোগিতা কামনা করেন। পরিচালকবৃন্দ এতে সায় প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : যেসব স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়নি তা দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ : আইবিপিসি'র সাথে যৌথভাবে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

আলোচনা : সভাপতি বাগেরহাট ও সুনামগঞ্জে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এবং ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজনের ব্যাপারে পরিচালকদের মতামত জানতে চান। এ পর্যায়ে ০৮ মে ২০১০ তারিখে বাগেরহাটে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজনের সমন্বয়কের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব কাজী আশরাফুল আলম জানান জেলা শিল্পকলা একাডেমী, বাগেরহাট -কে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে খুলনাস্থ বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দ সর্বোত সহায়তা প্রদান করছেন। সভাপতি বাগেরহাটে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাগেরহাট-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মীর শওকাত আলী বাদশাকে প্রধান অতিথি এবং বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক-কে বিশেষ অতিথি করার প্রস্তাব রাখেন।

১৬ মে ২০১০ তারিখে সুনামগঞ্জে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজনের সমন্বয়কের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মো: শাহিদ-উল-মুনীর জানান শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তন, সুনামগঞ্জ -কে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সিলেটস্থ বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দ সর্বোত সহায়তা প্রদান করছেন। সভাপতি সুনামগঞ্জে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো: মতিউর রহমান-কে প্রধান অতিথি এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক-কে বিশেষ অতিথি করার প্রস্তাব রাখেন।

অতঃপর সভাপতি ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজনের ব্যাপারে উক্ত অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক বিসিএস মহাসচিব জনাব মো: মজিবুর রহমান স্বপনের নিকট জানতে চান। জনাব মো: মজিবুর রহমান স্বপন জানান, তিনি আগামী সপ্তাহে উক্ত প্রোগ্রামের প্রশিক্ষকের সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করবেন ।

সিদ্ধান্ত :

- জেলা শিল্পকলা একাডেমী, বাগেরহাট-এ পূর্ব নির্ধারিত ০৮ মে ২০১০ তারিখে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাগেরহাট আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাগেরহাট-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মীর শওকাত আলী বাদশাকে প্রধান অতিথি এবং বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক-কে বিশেষ অতিথি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তন, সুনামগঞ্জ -এ পূর্ব নির্ধারিত ১৬ মে ২০১০ তারিখে আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুনামগঞ্জ আইসিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মো: মতিউর রহমান-কে প্রধান অতিথি এবং সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক -কে বিশেষ অতিথি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- মহাসচিব মো: মজিবুর রহমান স্বপন জানান, তিনি আগামী সপ্তাহে উক্ত প্রোগ্রামের প্রশিক্ষকের সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করবেন ।

| | | |
|---|---|---|
| আলোচ্যসূচি-৫ | : | বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড ২০১০ এবং বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১১ |
| আলোচনা | : | সভাপতি 'বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড ২০১০' এবং 'বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১১' আয়োজন সম্পর্কে পরিচালকদের আলোচনা করার আহ্বান জানান। মেলার ভেন্যুর ব্যাপারে তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রকে বাছাই করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এতে পরিচালকবৃন্দ সম্মতি প্রদান করেন এবং মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন ও পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর-কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভেন্যু ও তারিখ নির্ধারনের জন্য অনুরোধ করেন। |
| সিদ্ধান্ত | : | • 'বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড ২০১০' এবং 'বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০১১' মেলার ভেন্যু হিসাবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রকে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>• মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন ও পরিচালক জনাব মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভেন্যু ও তারিখ নির্ধারনের দায়িত্ব পালনে সম্মত হন। |
| আলোচ্যসূচি-৬ | : | ডব্লিউসিআইটি ২০১০, কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০ এবং এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০-এ অংশগ্রহণ |
| আলোচনা | : | আগামি ২৫-২৭ জুন ২০১০ নেদারলান্ডের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিতব্য 'ডব্লিউসিআইটি ২০১০', ১-৬ জুন ২০১০ তাইওয়ানের তাইপে-তে 'কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০' এবং ১৬-২০ জুন ভিয়েতনামের হ্যানয় ও হালুং বে-তে 'এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০'-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ বিষয়ে সভাপতি পরিচালকদের মতামত জানতে চান। তিনি উল্লেখ করেন কোন ব্যক্তির সেসব স্থানে যাতায়াত, থাকা ও খাবার খরচ নিজ উদ্যোগে করতে হবে। পরিচালকবৃন্দ 'ডব্লিউসিআইটি ২০১০', 'কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০' এবং 'এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০'-এ অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করেন। মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন সভায় জানান, ইতিমধ্যে 'কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০' এ অংশগ্রহণের জন্য বিসিএস সদস্যদের কাছে আগ্রহপত্র চাওয়া হয়েছে এবং ঢাকাস্থ তাইওয়ান ট্রেড সেন্টারের সাথে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হচ্ছে। পরিচালকবৃন্দ 'ডব্লিউসিআইটি ২০১০' এবং 'এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০' এ অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা করার জন্য সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম ও মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন-কে অনুরোধ জানান। |
| সিদ্ধান্ত | : | • বিসিএস আগামি আগামি ২৫-২৭ জুন ২০১০ নেদারলান্ডের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিতব্য 'ডব্লিউসিআইটি ২০১০', ১-৬ জুন ২০১০ তাইওয়ানের তাইপে-তে 'কম্পিউটেক্স তাইপে ২০১০' এবং ১৬-২০ জুন ভিয়েতনামের হ্যানয় ও হালুং বে-তে 'এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০'-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব স্থানে অংশগ্রহণকারীরা নিজ ব্যয়ে যোগ দেবেন বলেও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>• 'ডব্লিউসিআইটি ২০১০' এবং 'এসোসিও প্ল্যানারি মিটিং ২০১০' এ অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা করার জন্য অনুরোধক্রমে সহ-সভাপতি জনাব কাজী আশরাফুল আলম ও মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন দায়িত্ব পালনে সম্মত হন। |

আলোচ্যসূচি-৭ : চিফ অপারেটিং অফিসার নিয়োগ প্রসঙ্গে

আলোচনা : সভাপতি জানান, বিগত ১৭ এপ্রিল চিফ অপারেটিং অফিসার নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার খাতা তিনি মূল্যায়ন করেছেন এবং কোন প্রার্থীকেই ঐ পদের জন্য মানসম্পন্ন বলে মনে হয়নি। সভাপতি এ ব্যাপারে পরিচালকদের মতামত জানতে চান। পরিচালকগণ চিফ অপারেটিং অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, পাশাপাশি উল্লেখ করেন, নিজেদের পরিচিত কেউ যদি এ পদের যোগ্য থাকেন তবে তাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : চিফ অপারেটিং অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৮ : সমিতিতে সদস্যতা প্রসঙ্গে

আলোচনা : সদস্যপদ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব কাজী আশরাফুল আলম যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ম্যানগ্রোভ কম্পিউটার, আইটি কালেকশন, ইউনাইটেড সিসনেট লি:, টি.এস কম্পিউটার, নিপ্পন কম্পিউটার এবং বাংলালায়ন কমিউনিকেশনস লি: - মোট ৬টি কোম্পানির সমিতিতে সদস্যপদ আবেদনপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি এ ব্যাপারে পরিচালকদের মতামত জানতে চাইলে তারা উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর সমিতিতে সদস্যপদ অনুমোদনে সায় প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : সমিতিতে নিম্নলিখিত ৬ টি কোম্পানির সদস্যপদ অনুমোদিত বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| কোম্পানির নাম | সদস্য নং |
|---|---|
| ম্যানগ্রোভ কম্পিউটার | ৭৬৭ |
| আইটি কালেকশন | ৭৬৮ |
| ইউনাইটেড সিসনেট লি: | ৭৬৯ |
| টি.এস কম্পিউটার | ৭৭০ |
| নিপ্পন কম্পিউটার | ৭৭১ |
| বাংলালায়ন কমিউনিকেশনস লি: | ৭৭২ |

আলোচ্যসূচি-৯ : বিবিধ

আলোচনা :

- মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন সমিতিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম শিমুল এবং আফিয়া আফরোজা নেহার -এর চাকুরীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনা উত্থাপন করেন। ১ মে ২০১০ তারিখ হতে সমিতিতে আমিনুল ইসলাম শিমুল এবং আফিয়া আফরোজা নেহার-এর চাকুরী সমিতি'র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করত স্থায়ীকরণের ব্যাপারে পরিচালকগণ মত পেশ করেন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রস্তাব পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন-কে অনুরোধ জানান।
- মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন সমিতির প্রাক্তন চিফ অপারেটিং অফিসার

জনাব বিরেন্দ্র নাথ অধিকারী কর্তৃক ইস্তফাদান গ্রহণোত্তর ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ সম্বলিত চিঠি সভায় উত্থাপন করেন। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় জনাব বিরেন্দ্র নাথ অধিকারী-এর বিসিএস-এ যাবতীয় দেনা-পাওনা হিসাব সম্পন্ন করে তাঁর সমস্ত পাওনা পরিশোধ ও তাঁকে ছাড়পত্র প্রদানের পক্ষে তাঁরা মত পেশ করেন।

সিদ্ধান্ত :

- সমিতিতে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে আমিনুল ইসলাম শিমুল এবং আফিয়া আফরোজা নেহার -এর চাকুরী সমিতি'র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করত স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন বিস্তারিত প্রস্তাব পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।
- মহাসচিব জনাব মজিবুর রহমান স্বপন সমিতির প্রাক্তন চিফ অপারেটিং অফিসার জনাব বিরেন্দ্র নাথ অধিকারী কর্তৃক ইস্তফাদান গ্রহণোত্তর ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ সম্বলিত চিঠি সভায় উত্থাপন করেন। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার আওতায় জনাব বিরেন্দ্র নাথ অধিকারী-এর বিসিএস-এ যাবতীয় দেনা-পাওনা হিসাব সম্পন্ন করে তাঁর সমস্ত পাওনা পরিশোধ ও তাঁকে ছাড়পত্র প্রদানের পক্ষে তাঁরা মত পেশ করেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোস্তাফা জব্বার
সভাপতি